# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮


**তারিখ:০৩.১১.২০২৫**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## কালুরঘাট শিল্পাঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল করবে ওসমানিয়া ব্রীজ: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নগরীর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শিল্পাঞ্চল কালুরঘাটের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে নির্মিত চর রাঙামাটিয়া ও ওসমানিয়া পিসি গার্ডার ব্রীজ উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার ৫ নং মোহরা ওয়ার্ডস্থ উদ্বোধন হওয়া সেতু ও সংযোগ সড়ক নির্মাণে ব্যয় হয়েছে সাড়ে ৬ কোটি টাকা। এসময় মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্যতম বড় সাফল্য হলো এই ওসমানিয়া গার্ডার ব্রিজের উদ্বোধন। বর্তমানে এ এলাকায় প্রায় ১০০ কোটি টাকার উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে। “চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি সুখবর দিতে চাই। চট্টগ্রাম শহরের ৫০টি টা বড় বড় রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এছাড়া মনোরেল চালুর বিষয়েও আমরা অনেকটুকু এগিয়ে গেছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আরব কনস্ট্রাকশন কোম্পানি জার্মান প্রযুক্তিতে এই কাজ করবে। এছাড়া আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। “নগর সরকারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, “যদি সব সেবা সংস্থা মেয়রের অধীনে সমন্বিতভাবে কাজ করে, তাহলে চট্টগ্রামের উন্নয়ন হবে পরিকল্পিত ও টেকসই। এজন্যই আমি ‘নগর সরকার’ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছি।”তিনি দাবি করেন, “চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যা আমরা ইতোমধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। ২১টি খাল সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হলে নাগরিকরা আরও দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখতে পাবেন।”সিডিএ যে খাল খনন প্রকল্প করছে সেগুলোর বাহিরে যে ২১ টা খাল রয়ে গেছে সেগুলো আমরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে খননের জন্য আমরা একটা ডিপিপি রেডি করছি। ২১ টা খাল সংস্কার আমরা এই বছর আমরা শুরু করব এবং সিডিএ’র যে আরো ১২ টা খাল খননের অপেক্ষায় আছে সেগুলো খনন হলে দৃশ্যমান জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান আপনারা দেখতে পারবেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, প্রতিদিন ৩,০০০ মেট্রিক টনের মধ্যে ২,২০০ মেট্রিক টন বর্জ্য আমরা সংগ্রহ করছি। ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ প্রকল্পে কোনো পরিবার থেকে ৭০ টাকার বেশি নেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির চুক্তি বাতিল করা হবে। বাংলাদেশে প্রথম চট্টগ্রামেই বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে আয় হলে তখন নাগরিকদের থেকে আর টাকা দেয়া হবেনা উল্টো ময়লা কিনে নেয়া হবে এটাই হবে আমাদের সাস্টেনেবল সিটি মডেল।”স্বাস্থ্য খাতে মেয়র জানান, “চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা প্রদান করছে, যা বাইরে নিতে গেলে প্রায় ১৫০০ টাকা খরচ হয়। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামে ‘পিংক সিটি জোন’ গড়ে তোলা হয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতার জন্য। পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম আমাদের গর্বের শহর। আগামী প্রজন্মকে একটি সুন্দর, নিরাপদ ও বাসযোগ্য নগর উপহার দিতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।” এই সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক আলহাজ্ব মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ, চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, ৫ নং মোহরা ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মোহাম্মদ আজম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিক দলের সহসভাপতি ইদ্রিস মিয়া, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য মোঃ ইয়াসিন, ৫ নং মোহরা ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম ফিরোজ খান, মোহরা ৫নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি ইকবাল রহমান, সাধারণ সম্পাদক মো: আবু বক্কর সিদ্দিক, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি নিয়াজ মোরশেদ খান, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ রাশেদ আলম, চট্টগ্রাম মহানগরের ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আইয়ুব খান ও যুবদল, ছাত্রদল অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

## গ্রিন রিথিঙ্কের উদ্যোগে বর্জ্য বিনিময় কার্যক্রমে মেয়র
## চট্টগ্রামকে সাস্টেনেবল ক্লিন সিটি হিসেবে গড়তে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

পরিবেশবাদী সংগঠন ‘গ্রিন রিথিঙ্ক’-এর উদ্যোগে “বর্জ্য বিনিময় কর্নার” কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন যেখানে সংগৃহিত প্লাস্টিক জমা দিয়ে মিলছে খাদ্য। সোমবার চট্টগ্রাম নগরীর কাজীর দেউড়িস্থ গোয়ালপাড়ায় এ আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর। অনুষ্ঠানে সংগঠনটি প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন বর্জ্যের বিনিময়ে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ করে। এর মাধ্যমে নাগরিকদের

পরিবেশ সুরক্ষা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “একটি গ্রিন ও ক্লিন সিটি গড়ে তুলতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি চাই, এই পরিবেশবান্ধব আন্দোলনে তরুণরা আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হোক। পরিবেশ রক্ষা কেবল মেয়র কিংবা কোনো সংগঠনের দায়িত্ব নয়; বরং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একটি সত্যিকারের সবুজ নগরী গড়ে উঠতে পারে। যদি নাগরিকরা সচেতন হন এবং সবাই মিলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখেন, তবে চট্টগ্রামকেও উন্নত বিশ্বের পরিবেশবান্ধব নগরীর সারিতে নেওয়া সম্ভব। গ্রিন রিথিঙ্কের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ও কো-ফাউন্ডার তাসনোভা শামীম ইরা বলেন, “আমাদের এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো লোকালয়কে প্লাস্টিকমুক্ত করা এবং একই সঙ্গে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রায় সহযোগিতা করা। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমরা নাগরিকদের পরিবেশ সচেতন করে তুলতেই কাজ করে যাচ্ছি।” কো-ফাউন্ডার ও প্রজেক্ট ম্যানেজার ফারজানা মাহি বলেন, “এই উদ্যোগ শুধু আজকের অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবে না; ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে আমরা এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।”অনুষ্ঠানে গ্রিন রিথিঙ্কের বোর্ড মেম্বারগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মঈনুদ্দিন চৌধুরী (মঈন) এবং মোহাম্মদ মিজবাহ উদ্দীন। এছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন মোট ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক।

## নৈতিক সমাজ গঠনে ইসলামি শিক্ষার বিকল্প নেই : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নৈতিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে ইসলামি শিক্ষার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।তিনি বলেন, “বর্তমান প্রজন্মকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হলে ইসলামি শিক্ষার চর্চা ও মূল্যবোধভিত্তিক জীবনধারা গড়ে তুলতে হবে। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে সত্য, ন্যায়, দয়া ও মানবিকতার পথে পরিচালিত করে।” সোমবার (২৭ অক্টোবর) চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের জুলাই বিপ্লব স্মৃতি হলে শাহ ওয়ালিউল্লাহ আইডিয়াল মাদরাসা এন্ড গ্রামার স্কুল আয়োজিত সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মেয়র আরও বলেন, “আমরা যদি ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধকে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের সন্তানরা শুধু ভালো শিক্ষার্থীই নয়, আদর্শ নাগরিক হিসেবেও গড়ে উঠবে। সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইসলামি শিক্ষার যথাযথ অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “শিশু বয়সেই ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ছোটবেলা থেকে যদি তারা কোরআন-হাদিসের আলোকে জীবনযাপনের শিক্ষা পায়, তাহলে ভবিষ্যতে তারা সৎ, পরিশ্রমী ও মানবিক নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠবে। পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ এখান থেকেই শুরু হয় নৈতিকতার চর্চা ও সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ।”অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আমির **মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার কামাল আজিজী**। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ আইডিয়াল মাদরাসা এন্ড গ্রামার স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল **মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম চৌধুরী**। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরের ভারপ্রাপ্ত আমির **মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম**। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **আবদুর রহমান চৌধুরী** ও **জিয়াউল হোসেন**। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮